Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

 সত্যের বার্তা পৌঁছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝️

হোমপেজ
ইসলামিক স্টেট (বেঙ্গল) পর্ব ২
আমাদের শারিয়াহ শাসন
আইএস খিলাফাহ কর্তৃক
ইজরায়েল ও ইহুদিদের ওপা
৯/১১ এ হামলার কারণ, প্রকৃত সত্য ঘটনা
হলি আর্টিজান হামলা, পর্ব ১
হলি আর্টিজান হামলা, পর্ব ২
বইসমূহ
ফটো গ্যালারি
অডিও লেকচারসমূহ
নাশীদসমূহ
ভিডিওসমূহ
ইসলামিক স্টেট (বেঙ্গল)
তালেবান ও আল কায়দার পথভ্রষ্টতা
প্রতিশোধ মুসলিমদের জন্য

আইএস কেন আজ পর্যন্ত ইজরায়েলে হামলা করেনি? আর করলেও প্রমাণ সহ জানতে চাই!

POWERED BY weebly

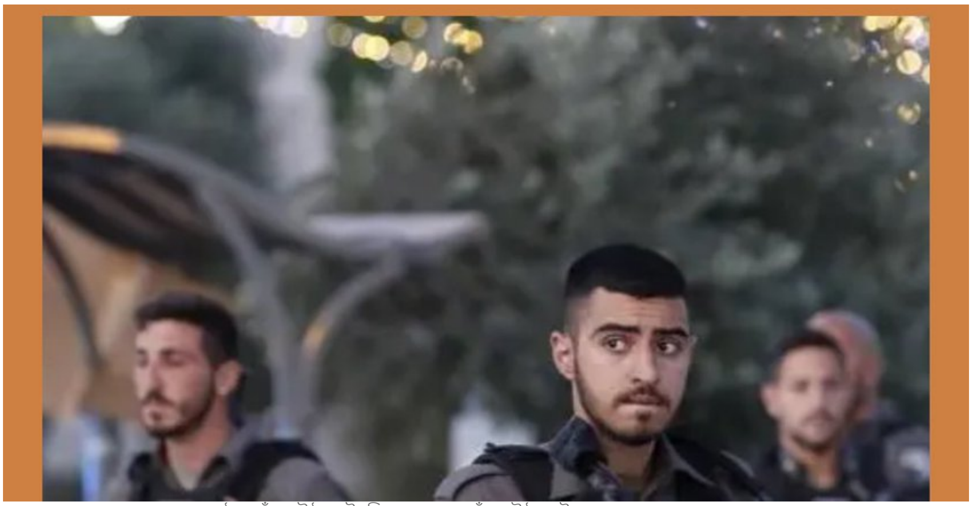

হঠাৎ কেঁপে উঠলো ইহুদিদের অন্তর। কেঁপে উঠলো ইজরায়েল। এক মহা আতঙ্কে!

প্রশ্নের উত্তরটি জানার পুর্বে, হামাস সম্পর্কে অপ্রিয় সত্যটি জানুন!

ফিলিস্তিনের কিছু ভুখন্ড বর্তমানে হামাস শাসন করছে, এবং সেই ভূমিতে ফিলিস্তিনি মুসলিমেরা বসবাস করছেন। সত্য, এবং হামাসের হয়ে অধিকাংশ ফিলিস্তিনি মুসলিমই লড়াই করছে, ইহুদিদের সাথে। এটিও সত্য। কেননা হামাস এবং কিছু স্বাধীনতাকামী দল ব্যতীত ফিলিস্তিনি মুসলিমেরা অন্য কোন পথ পাচ্ছেন না তাদের সাথে লড়াইয়ের। কিন্তু অপ্রিয় সত্যটি আমরা জানি, তা হলো: এই দলসমূহের আকিদা ও কর্মপদ্ধতি বা মানহাজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর দেখানো পদ্ধতি "জিহাদ ও খিলাফাহ শাসন ব্যবস্থা" নয়।

বরঞ্চ তাদের মানহাজ হচ্ছে, ইহুদি খ্রিষ্টানদের দেখানো পদ্ধতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত।
গণতন্ত্র এবং ফিলিস্তিনি জাতীয়তাবাদ এর জন্য লড়াই! এবং হামাসের বিষয়ে আসছি,

তারা কোন ইসলামী জিহাদি দল নয়, তারা গণতন্ত্র ও ফিলিস্তিনি কুফুরি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী একটি দল। আওয়ামীলিগ ও বিএনপি, জামাতের মতনই!

তারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান 'আল-কুরআন' অনুযায়ী বিচার-শাসন করাকে অনুত্তম মনে করে। ও তা প্রত্যাখান করে মানব লিখিত কুফুরি আইন দিয়েই ফিলিস্তিনের কিছু অংশ শাসন করছে, যাকে আমরা 'গণতন্ত্র' হিসেবে জানি। এবং বাকি শাসন ইহুদিদের হাতে, ইহুদিরা যার নাম 'ইজরায়েল' রেখেছে!

গণতান্ত্রিক ইলেকশনে ফাতাহকে ছাড়িয়ে বিজয়ী হয়েছে হামাস। ২০০৬ সাল। অপরদিকে, ইসলামিক স্টেট নামক রাষ্ট্র ঘোষণা হয় ইরাকের ভূমিতে! প্রতিষ্ঠা লাভ করে হুদুদ ও আল্লাহর শারিয়াহ!

ভোট জিতে খুশিতে আত্মহারা মুরতাদ নেতা ইসমাঈল হানিয়ে।

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'লা বলেন, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুযায়ী যারা বিচার ফায়সালা করে না, তারাই **কাফির**। (অবিশ্বাসী, চিরস্থায়ী জাহান্নামী)
.. তারাই জালিম। (অত্যাচারী)
.. তারাই ফাসিক। (পাপিষ্ঠ)
সূরা মায়িদা, আয়াত নং ৪৪, ৪৫ ও ৪৭

এবং তাদের আরেকটি বড় কুফুরি হচ্ছে- তারা নিজেদের অভিভাবক ও পরম বন্ধু হিসেবে নাপাক রাফিদাদের (ইরানকে) গ্রহণ করেছে!

আল্লাহ সুবহানু ওয়া তা'লা বলেন, **হে ঈমানদারগণ! তোমরা কাফেরদেরকে বন্ধু বানিও না মুসলমানদের বাদ দিয়ে। তোমরা কি এমনটি করে নিজের উপর আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করে দেবে?**
(সূরা নিসা, আয়াত নং ১৪৪)

মুমিনগণ যেন অন্য মুমিনকে ছেড়ে কোনো কাফেরকে (অবিশ্বাসী)বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে। যারা এরূপ করবে আল্লাহর সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।' (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত নং ২৮)

ইরানে নাপাক রাফিদা সরকারের প্রতি নিজের ভালোবাসার চিহ্ন প্রকাশ করেছে মুরতাদ হামাস নেতা ইসমাঈল হানিয়ে।

হামাসকে খিলাফাহ থেকে রিদ্দা অনুযায়ী তাকফীর করা হয়, তাওবা করে ফিরে আসার ব্যপারে আহ্বান করা হয়। এবং একজন মুরতাদ হামাস সদস্যকে অপরাধের শাস্তিস্বরুপ ছিরচ্ছেদ করা হয়।

রাফিদা বা শিয়াদের আকিদা ও কর্মগত কুফুরির ব্যপারে বিস্তারিত দলিল ও তাদের বিধান-

শিয়া মতবাদ ও সালাফদের মূল্যায়ণ-
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5ce2kcF3diMWQArhr6ATlj

এবং বর্তমানে তালেবান মিলিশিয়া যেভাবে খিলাফাহর মুজাহিদিনদের খুরাসানে রাফিদাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে বাধা দিচ্ছে। ঠিক সেভাবেই, হামাসও রাফিদাদের জন্য খিলাফাহ'র মুজাহিদিনদের ফিলিস্তিনে ইহুদিদের ওপর জিহাদে বাধা প্রদান করছে। এই ব্যপারে আমরা নিচে আলোচনা করবো,

যেসমস্ত মুওয়াহহিদ ভাইয়েরা, বর্তমান তালেবান মিলিশিয়াদের ও আল কায়দাকে অতীতের মতন হকের পথের পথিক মনে করছেন, তাদের কাছে চুড়ান্ত সত্য পেশ করা হলো,

শারিয়াহ'র মানদন্ডে তালিবান-
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5ce2kcF3diMWQArhr6ATlj

তালিবান ও আল কায়দার সন্ধানে-
https://mobidrive.com/sharelink/p/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i5ce2kcF3diMWQArhr6ATlj

এই বিষয়ে, আমরাও ব্যথিত!

এবং

জিহাদের পিতৃপুরুষ শায়খ ওসামা বিন লাদেন (রহিমাহুল্লাহ)র হামাস সম্পর্কে বক্তব্য-
https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i2oKFf1oMjpBuZYnlEaaewK

এবং খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পুর্বে, আইএস সম্পর্কে তার বক্তব্য-

https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i2oKFf1oMjpBuZYnlEaaewK

কাফেরদের তৈরি জাহিলিয়াতের পতাকা উড়াচ্ছে কোন এক ব্যাক্তি!

কেন এদেশের বেশিরভাগ মানুষ হামাস, রাফিদা ইরানকে সমর্থন করছে?

১ম কারণ, বেঙ্গল প্রভিন্সের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ মুসলিম হচ্ছেন আবেগপ্রবণ ও তারা মূল জ্ঞান- "তাওহীদের জ্ঞান" এর পাশাপাশি বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞান কম রাখেন।

আরবি লেখা, ইসলামী স্লোগান দেয়া কোন দল দেখলেই তারা তাকে ইসলামী দল মনে করে বসে থাকেন। কোন প্রকার শারিয়াহর মানদন্ডে যাচাই-বাছাই ছাড়াই!

জামাতে ইসলাম, হিজবুল্লাহ, চোরমনাই, আহলে সালুল সৌদি আরব, পুতিনের পা চাটা তুরস্কের প্রতি তাদের সমর্থন দেখলেই বোঝা যায়, তারা ভূলের ওপর আছেন। এই ভুলের ওপর থাকা তাদের মূল অপরাধ নয়, মূল অপরাধ দ্বীন সম্পর্কে গাফেল থাকা।

২য় কারণ, তারা এদেশের ত্বাগূত সরকার এর পা চাটা মিডিয়া ছাড়া অন্য কোন মিডিয়ার প্রতি তেমন নির্ভরশীল নন।

এদেশের মিডিয়ার বেশিরভাগ চ্যানেলই রাফিদা ইরান সমর্থনকারী। তারা তাদের সংবাদ মাধ্যমকে দাওয়াত প্রচারের হাতিয়ার বানিয়েছেন। আর আমাদের মনভোলা ভাইয়েরাও, কুরআনের আয়াতের মত বিশ্বাস স্থাপন করে বসে থাকেন অন্ধকারের মাঝ সাগরে।

৩য় কারণ, ফিলিস্তিন হচ্ছে মুসলিমদের অন্তরে অবস্থিত একটি আবেগের নাম ও স্থান। এমনটি হওয়া স্বাভাবিক, এই ভূখন্ডটিতে অসংখ্য নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছে। তারা দ্বীনের দাওয়াত প্রদান ও জিহাদ করেছেন। রাসুলুল্লাহ (সা) বাইতুল মাকদিসে নবী-রাসূলদের ইমামতি করিয়েছেন। খলিফাগণ ফিলিস্তিনের বুকে আল্লাহর শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। মুসলিমদের প্রথম কিবলাও ছিল এটি, সকল মুজাহিদিনের অনন্য এক লক্ষ্য- বাইতুল মুকদিস বিজয় করা! আল্লাহর রাসূল (সা) ফিলিস্তিনবাসী মুসলিমদের জন্য দুআও করেছেন। তাই এই ভূখন্ডের মুসলিমদের বিজয়ে আমরা আনন্দিত হই! এবং এর প্রতি কাফেরদের আগ্রাসনে আমরা ব্যথিত হই, এবং হাদিস অনুযায়ী আমরা গোটা উম্মাহ এক দেহের ন্যায়।

তবে বেখেয়ালি হয়ে, যে কাউকে সমর্থন করলে তো হবে না।

আপনাকে শারিয়াহর মানদন্ডে তাদের যাচাই-বাছাই করে তারপর সমর্থন করতে হবে। কেননা মুরতাদ, কাফির দলকে সমর্থন করা ও নিজেকে ধোকা দেয়া সমান বিষয়। এর কারণ হিসেবে আমরা মনে করি, অধিকাংশ দ্বীন সম্পর্কে উদাসীন মুসলিমের নিকট গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের কুফুরি স্পষ্ট না হওয়ার কারণে ও এই ব্যাপারে তাদের সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে। তাই তারা এদেরকে মুসলিম মনে করে সমর্থন করছে। এবং শারিয়াহর মানদন্ডে যাচাই-বাছাই করছে না।

যারা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ত্বাগূত শাসকদের ব্যপারে জানেন না, এইখান থেকে জ্ঞান অর্জন করে ঈমানকে হেফাযত করুন।

কিছু মুসলিমের অবস্থাও এমন, ফিলিস্তিনে যদি ইহুদিদের বিরুদ্ধে আওয়ামীলীগ বা ছাত্রলীগ জমায়েত হয়। তারা তাদেরকেও সমর্থন করবে। অথচ এদের দ্বীনকে ধ্বংসকারী মুশরিকদের ভাড়াটে দল।

সাবধান হে মুওয়াহহিদ, যাকে ভালোবাসবেন- আল্লাহর দ্বীনের জন্য যাচাই বাছাই করে ভালোবাসবেন। কেননা, আল্লাহর ইচ্ছায়- আপনার হাশর তাদের সাথেই হবে-যাদেরকে আপনি ভালোবেসেছেন এই পচনশীল, ধোকাময় দুনিয়াতে!

জিহাদের ব্যপারে রাফিদাদের আরেক ভাই 'হামাস' এর বাধা

বর্তমানে খিলাফাহ সারা দুনিয়ায় তাদের মুজাহিদদের দিয়ে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করছেন।

এবং বলাবাহুল্য, সমস্ত অঞ্চলে খিলাফাহর মুজাহিদিনেরা উপস্থিত রয়েছেন। ইরাক, সিরিয়াসহ আরব দেশসমূহতে, আফ্রিকা মহাদেশের ৩ ভাগের ২.৫ ভাগের অঞ্চলে, আফগান-পাকিস্তান-কাশ্মির-ভারত-বাংলাদেশ, পুর্ব এশিয়ার ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া। এমনকি মায়ানমারেও! বাদ যায়নি একটি অঞ্চলও! অতিরিক্ত হিসেবে ব্রাজিল সহ পশ্চিমা বহু দেশে খিলাফাহর গোপন ইউনিট যোদ্ধারা রয়েছেন।

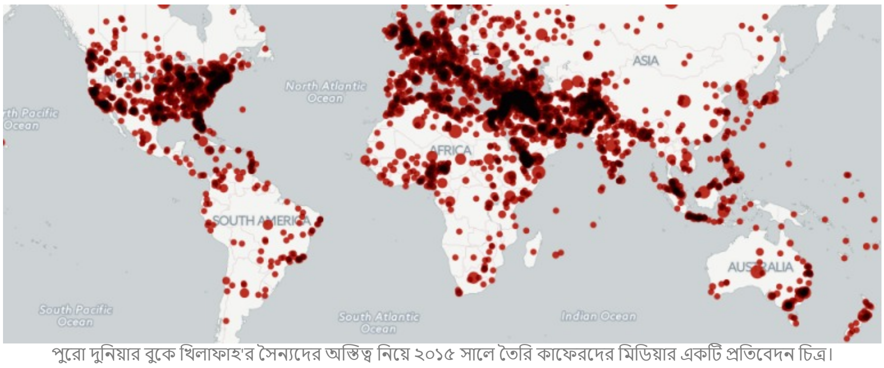

পুরো দুনিয়ার বুকে খিলাফাহ'র সৈন্যদের অস্তিত্ব নিয়ে ২০১৫ সালে তৈরি কাফেরদের মিডিয়ার একটি প্রতিবেদন চিত্র।

এই হচ্ছে- তার প্রমাণ।

কিন্তু ফিলিস্তিনে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে অনেক তাগুতের ভাড়াটে আলেম প্রশ্ন তুলে জাতিকে এই মিথ্যা ধারণায় বিভ্রান্ত করছে!
যে, যেহেতু তারা ইজরায়েলে হামলা চালায় নি। তাই তারা ইজরায়েলের তৈরিকৃত দল।

একই প্রশ্ন তো এ সমস্ত অপবাদ প্রদানকারীর দিকে পালটা ছুড়ে দেয়া যায়, যেহেতু মুসলিম হিসেবে তারাও ইজরায়েলে হামলা করেনি। তাহলে তারাও ইজরায়েলের সৃষ্ট আলেম।

কিন্তু খিলাফাহ তার কথা ও কাজে মিল রেখে.. প্রমাণ দেখাতে বিশ্বাসী।
এর প্রমাণ নিচে আমরা উল্লেখ করব, কিন্তু আগে হামাসের বিষয়টি এখানেই শেষ করতে চাই!

সম্মানিত তাওহীদবাদি ভাইয়েরা, (ওয়েবসাইট এডমিনের মতে)

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর, দুনিয়ার বুকে বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকৃত মুসলিমদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদে সাহায্য সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রাণ প্রত্যেক প্রিয় খলিফা (হাফিজাহুল্লাহ) এবং এই প্রতিশ্রুতি তারা রক্ষাও করেছেন এক আল্লাহর জন্য!

ইসলামিক স্টেট খিলাফাহর যুদ্ধ কৌশল হচ্ছে, তারা প্রত্যেক অঞ্চলের মুজাহিদিনদের সামরিক ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করবেন। যেসমস্ত ভূমিতে সামরিক ও আর্থিক সহায়তা করা সম্ভব হয়েছিল, সেখানে তারা উভয়টিই করেছেন। এর শুরু হয়েছিল, ২০১২ সালে বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) তখন কেবল ইরাকের ইমারতের আমীর ছিলেন। তখন তিনি জুলানির মাধ্যমে অত্যান্ত দক্ষ কিছু মুজাহিদ ও বাইতুল মালের অর্ধেক দিয়ে সিরিয়াতে পাঠান তাকে৷ সিরিয়ার আহলুস সুন্নাহ মুসলিমদেরকে নুসাইরি শিয়া ও তাদের বর্বর নেতা আসাদ এর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য!

এমনকি লিবিয়া, খোরাসান উলায়াহতেও তারা এমনইভাবে সাহায্য করেছেন! আলহামদুলিল্লাহ, এবং যেসমস্ত ভূমিতে সামরিক সাহায্য করা সম্ভব হয়নি, তার পরিবর্তে তারা সেখানে আর্থিক সহায়তা পাঠিয়েছেন।

যেমন, ভারত, বাংলাদেশ ও ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া অর্থাৎ দুরবর্তী অঞ্চলগুলোতে! বাংলাদেশে অবস্থিত মুসলিমদের জিহাদের জন্য অনেক অর্থই খলিফা বাগদাদী (রহিমাহুল্লাহ) পাঠিয়েছিলেন। এর মধ্যে একটি খবর আমরা জানতে পারি, বাংলাদেশে অবস্থিত একটি বাড়িতে রেইড দেয়ার পর হুন্ডি হতে আসা ৫০ লক্ষ টাকা মুরতাদ পুলিশ উদ্ধার করে। এবং আল্লাহর অনুগ্রহে, দায়িত্বরত সেই মুজাহিদ ভাই ওই স্থান পরিত্যাগ করে, নিরাপদে অন্য স্থানে চলে আসেন।

শাম ও ইরাক সহ সারা দুনিয়ার বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিমেরা এই অর্থ খলিফাকে প্রদান করেছিলেন, যেন বাংলার ভূমিতে সেই ভূমিগুলোর মত শারিয়াহ প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা এদেশীয় মুসলিমেরা তাদের অনেকটা না জানলেও, তারা আমাদের ব্যাপারে ঠিকই অবগত আছেন।

এবং তাদের আরেকটি যুদ্ধ কৌশল হচ্ছে,
তারা শাম, ইরাক বা টার্গেটকৃত ভূখন্ডের আশে পাশের নিকটস্ত রাষ্ট্রে অবস্থিত মুসলিম মুজাহিদিনেরা উক্ত স্থানে পৌছাতে সক্ষম না হলে, সেখানকার স্থানীয় মুজাহিদদের দিয়ে খিলাফাহ জিহাদী অভিযান পরিচালনা করেন। যেমন বাংলাদেশের সমস্ত অভিযানসমূহ কেবল বাঙালী মুজাহিদদের দিয়েই পরিচালনা করা হয়েছে! হলি আর্টিজান, শোলাকিয়া সহ নানান অভিযান স্থানীয় মুজাহিদেরাই বাস্তবায়ন করেছেন।

তেমনি ভাবে ফিলিস্তিনেও কোনভাবে তারা মুজাহিদদের পাঠাতে সক্ষম হচ্ছেন না। নানান বাধা-বিপত্তি রয়েছে। তাদেরকে অস্ত্র নিয়ে জর্ডান পার হয়ে সেখানে পৌছাতে হবে। এবং জর্ডান আমেরিকার পা চাটা সরকার। জর্ডান খিলাফাহর সাথে লড়াইরত একটি জাতি, অতঃপর আল্লাহর অনুগ্রহে,

তারা ফিলিস্তিনি দ্বীন প্রিয় যুবকদের দিয়ে খিলাফাহ'র জিহাদী অভিযান পরিচালনা করেন। এবং আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে তাদের জিহাদে সাহায্য করেন।

এরপর **ত্বাগূত হামাস ফিলিস্তিনের বুকে কোন সন্ত্রাসকে প্রশ্রয় দেবে না**, এই বলে তারা ইজরায়েলে খিলাফাহ'র নানান অভিযান চলাকালীন অবস্থায় অনেক ভাইকে গ্রেফতার করে কারাবন্দি করে এবং শহীদ করে।

(ইহুদীদের ওপর অভিযান পরিচালনাকারী যদি সন্ত্রাসী হয়, তাহলে রাফিদা ইরান নিজে আহলুস সুন্নাহদের হত্যা না করে, হামাসকে অর্থ সাময়িক সহায়তা দিয়ে ইজরায়েলের ইহুদিদের বল্লার চাক এ আঘাত করে, তাদের হাতে আহলুস সুন্নাহ মুসলিমকে কৌশলে হত্যা করিয়ে নেয়া আরও বড় সন্ত্রাস হওয়ার লক্ষণ। নিজেরা সরাসরি বাস্তবায়ন না করে, অন্য পদ্ধতিতে ইহুদিদের হাত দিয়ে তা বাস্তবায়ন করালো। এবং ইরাকে, সিরিয়াতে মুসলিম হত্যার অপরাধের সাথে হিজবুল্লাহ ও তাদের ইরানও অতপ্রোতভাবে জড়িত। আহলুস সুন্নাহ বা আমাদের প্রতি তাদের বিদ্বেষ থাকার কারণ একটিই, আমরা তাদের মত আল্লাহর সাথে আলী (রা) কে ইবাদাতে শরিক করি না। তাকে কেবল একজন সম্মানিত ও মর্যাদাপ্রাপ্ত সাহাবী হিসেবেই দেখে থাকি।)

এটি হচ্ছে, অনেকগুলো বাধার মধ্যে বড় একটি বাধা। ব্যাপারটা এমন, আপনি ভারতে হিন্দু মুশরিক বা মায়ানমারে বৌদ্ধ মুশরিকদের ওপর হামলা বা লড়াই করার সময়, বাংলাদেশের তাগূত সরকার আপনাকে গণহারে গ্রেফতার করছে! ফলে আপনি ধীরে ধীরে দূর্বল হয়ে যাচ্ছেন।

হামাসের এমনটি করার কারণ আমরা জানি তা হলো, হামাস এর শিরকী গণতন্ত্র অবহ্যত থাকা এবং খিলাফাহ'র অন্যতম দুশমন রাফিদা ইরানের হুকুমত ও দখলদারিত্ব ফিলিস্তিনে চালু থাকা। এটিও জানা বিষয়, মাজুসি নাপাক ইরানের সাথে খিলাফাহও যুদ্ধরত! এরা আহলুস সুন্নাহর ঘোর শত্রু ও দাজ্জালের মহৎ বন্ধু।
এবং দাওলাতুল খিলাফাহ শুধু তাদের সাথেই লড়াই করেন, যারা শিরক-কুফরের নেতা। হালালকে হারামকারী, হারামকে হালালকারী। যেমন নাপাক রাফিদা, যারা কুফুরির শেষ সীমানা পেরিয়ে এখন তাদের ইমাম মাহদি অর্থাৎ দাজ্জালের জন্য অপেক্ষারত!

তবুও ইহুদিদের রাতের ঘুম হারাম করার শপথ গ্রহণ!

রক্তাক্ত কিছু হামলা, ও বাইয়াতের ছবি প্রকাশ খিলাফাহর সৈনিকদের। ১৬ জন ইহুদি আহত এবং নিহত,

এত বাধা-বিপত্তি পেরিয়েও আল্লাহর অনুগ্রহে, ফিলিস্তিনের খিলাফাহ'র সৈনিকেরা ইহুদিদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছেন!

এটি হচ্ছে, ২০২২ সালে খিলাফাহকে বাইয়াহ প্রদানের একটি ছবি। এবং কিছু হামলার বর্ণনা। এবং নিচে থাকছে, ভাইদের কিছু ছবি, খিলাফাহর প্রতি ফিলিস্তিনি মুসলিমদের ভালোবাসা ও হামলার ফুটেজ!

ফিলিস্তিনে দাওলাতুল ইসলামের মুজাহিদিনগণ

২০১৫ সালে প্রকাশিত একটি ভিডিও, যেখানে ফিলিস্তিনের ভুখন্ডে এক মুজাহিদিন ভাইকে "হিব্রু" ভাষায় ইজরায়েল, ইহুদি ও তার মনিব ক্রুসেডার আমেরিকার প্রতি হুমকি প্রদান করতে দেখা যায়। এবং ইজরায়েল হতে বর্ডার সরিয়ে ফেলার হুমকিও দেয়া হয়।

২০১৫ সালে খোরাসান থেকে খিলাফাহ'র মুজাহিদিন ফিলিস্তিনি মুসলিমদের আহ্বান করেন আফগানে তাদের ভূমিতে হিজরত করার জন্য।

এই ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার পুর্বে চলুন, দেখে আসি অতীতে খিলাফাহ'র ভূমিতে হিজরতকারী ফিলিস্তিনি মুসলিম ভাইদের, ফিলিস্তিনের মুসলিমদের খিলাফাহ'র প্রতি ভালোবাসা এবং ইজরায়েলে ইহুদিদের ওপর হামলা করে তাদের অন্তরে ত্রাস সৃষ্টি করার বিষয়টি!

খিলাফাহ প্রতিষ্ঠার পর, ইরাকে খিলাফাহ'র ভূমিতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করছেন খিলাফাহ'র ফিলিস্তিনি মুজাহিদিনেরা

এবং দেখে নিন, খিলাফাহ'র প্রতি ফিলিস্তিনের মুসলিমদের ভালোবাসা। এই ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছে গাজাতে!

https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i2oKFf1oMjpBuZYnlEaaewK

অতীতে ইজরায়েলে আইএস কর্তৃক কিছু হামলা:

১:- **২০১৬ সালের শেষের দিকে দাওলাহ ইসরাইল লক্ষ্য করে রকেট হামলা করে।**

দাওলাতুল ইসলামের মিডিয়া থেকে ঐ হামলার ফটো রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়।
হামলাটির ফটো রিপোর্ট:
1 https://ibb.co/ZcpsGkm
2 https://ibb.co/DVFWmqj
3 https://ibb.co/yybR8hr

২:- **২০১৭ সালের জানুয়ারির ৯ তারিখে** দাওলাহ সরাসরি ইসরাইলে (ইসরাইলি) সেনাদের ওপর হামলা করেন। যার ফলাফল স্বরূপ ৪ ইসরাইলি সেনা নিহত হয় এবং আরো ডজনখানেক আহত হয়। এই হামলার ফলে ইহুদি রাষ্ট্রটার ক্ষতি হয় এবং সাথে সাথে তারা বেশ আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এমনকি হামলাটির পরে নেতানিয়াহু বক্তব্যও দেয়।(আনঅফিসিয়াল)
লিংক https://bit.ly/3b1yJXs

৩:- **২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৮ তারিখে** দাওলাহ ইসরাইলের ইলিয়াত শহরে রকেট হামলা করে। অতঃপর বিবৃতিতে বলা হয় ইহুদিদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য হামলাটি করা হয়।
দাওলাতুল ইসলামের এর পক্ষ থেকে ইলিয়াত হামলার স্টেটমেন্ট:-
https://ibb.co/PwNBcyT
ফটো রিপোর্ট:
1 https://gifyu.com/image/lkAP
2 https://gifyu.com/image/lkAY
3 https://gifyu.com/image/lkAk
নিউজ লিংক: https://bit.ly/2Rsbb63

৪:- **২০১৭ সালের এপ্রিল মাসের ১০ তারিখে** দাওলাতুল ইসলাম ইসরাইলি ইহুদিদের লক্ষ্য করে রকেট হামলা করে। বিশেষত হামলার দিন ইহুদিদের একটি বাৎসরিক অনুষ্ঠান ছিল। উক্ত হামলার পরে ইহুদি সরকারের তরফ থেকে বলা হয়, "সিনাইতে সাম্প্রতিক মাসে ইসলামিক স্টেট যোদ্ধাদের হামলার তিব্রতা বেড়েছে"....
লিংক https://bit.ly/2yPg0A4

৫:- **আরো একটি হামলা ২০১৭ সালের জুন মাসে** আল-কুদস(জেরুজালেম) শহরে সংঘটিত হয়। দাওলাহর তিন সৈনিক এই হামলা করেন। হামলায় ১ ইহুদি সৈনিক নিহত হয় এবং আরো কয়েক সৈন্য আহত হয়।
স্টেটমেন্ট https://bit.ly/2K5XZ2G
নিউজ https://bit.ly/3a9wpwf
https://bit.ly/2XzlKYR

৬:- অপর একটি হামলা দাওলাতুল ইসলাম **২০১৭ সালের অক্টোবর মাসের ১৬ তারিখ সোমবারে** করে। হামলাটি জেরুজালেমের দক্ষিণ এসকন শহরে ইহুদিদের লক্ষ্য করে করা হয়।
বিবৃতি:- https://gifyu.com/image/lkBA
নিউজ লিংক https://bit.ly/34nux1F

৭:- **২০১৯ সালের মে মাসে** দাওলাতুল ইসলামের প্রধান মুখপাত্র একটি অডিও বিবৃতি দেন। উক্ত বিবৃতিতে পৃথিবীর সকল ইহুদীদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধের ঘোষণা দেয় দাওলাতুল ইসলাম। সেখানে দাওলার সকল যোদ্ধাদের বিশেষ করে সিনাই ও সিরিয়ায় অবস্থানকারী সৈন্যদেরকে ইসরাইলে হামলার জন্য উৎসাহিত করা হয়, সাথে ইহুদিদেরকে রাসায়নিক হামলার লক্ষবস্তু বানানোর নির্দেশ দেয়া হয়।
দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্রের বিবৃতির বাংলা অনুবাদ:
https://bit.ly/2RrXWCv
দাওলাতুল ইসলামের মুখপাত্রের অডিও বিবৃতির পর ইহুদি সরকার বেশ নড়েচড়ে বসে। এমনকি দাওলার হামলা প্রতিরোধ করার জন্য ইসরাইল তখন স্পেশাল ফোর্স গঠন করে।
লিংক https://bit.ly/3eaqPgo

৮:- **এর কয়েকদিনের মধ্যেই** সিনাইতে দাওলাতুল ইসলামের যোদ্ধারা মিশর টু ইসরাইল গ্যাস পাইপলাইনে (সিনাইয়ের বিরল আবাদ এলাকায়) আইইডি দ্বারা টানা দুই বার হামলা চালান, এতে করে গ্যাস পাইপ লাইনে ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়।
স্টেটমেন্ট https://ibb.co/dfL873k
নিউজ লিংক https://bit.ly/2XogxTK
- এই হামলার পরে দাওলাতুল ইসলামের সমর্থনকারী এক মিডিয়া একটি ডিজাইন আপলোড করে এবং এর মাধ্যমে তারা হামলাটি উৎযাপন

করেন।
লিংক: https://ibb.co/hVFgpRX

৯:- **দাওলাতুল ইসলাম কতৃক ইসরাঈলের বিরুদ্ধে** কিছু হামলার স্টেটমেন্ট...
লিংক: https://ibb.co/WfSQRJH

১০:- **দাওলাতুল ইসলামের ইসরাইলে হামলা** নিয়ে বিস্তারিত একটি পরিসংখ্যান। (হিব্রু ভাষায় ইনফোগ্রাফিক: আন-অফিসিয়াল)
লিংক: https://ibb.co/MCpjLGM

১১:- **দাওলাতুল ইসলামের আন-অফিসিয়াল মিডিয়াগুলোও** ইহুদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মুসলিমদেরকে ব্যাপকভাবে উৎসাহিত করে।
লিংক https://ibb.co/4MsFZJM

এরপর ইহুদিদের ওপর একের পর এক ভয়াবহ ও শিউরে ওঠার মত অভিযান!

খিলাফাহ'র আরেকটি যুদ্ধ কৌশল হচ্ছে, তারা স্থানীয় মুজাহিদদের দিয়ে জিহাদের কাজ করান। এবং স্থানীয় ভূমিতে যে সমস্ত অস্ত্র হাতের নাগালে পাওয়া সম্ভব হয়। তা দিয়েই জিহাদ করেন। এবং কাফেরদের মতন সুবিশাল অস্ত্রের ভান্ডার না থাকলে, এ কারণে জিহাদ পরিত্যাগ করেন না।

যদি বিশাল নিরাপত্তাপূর্ণ স্থানে সম্ভব হয়, একটি কলম। তা দিয়েই টার্গেটকৃত কাফেরদের ওপর তারা আঘাত হানেন।

যেমন আমরা দেখতে পাই, ২০২২ সালের দিকে,

ইজরায়েলে খিলাফাহ'র সৈনিকেরা গাড়ি চাপা দেয়ার মাধ্যমে, ছুরি দিয়ে হামলা করার মাধ্যমে, পিস্তল দিয়ে গুলি করার মাধ্যমে, মলোটভ নিক্ষেপের মাধ্যমে এবং মেশিনগান বা M4 কারবাইন রাইফেলের মাধ্যমে ইজরায়েলের ইহুদিদের ওপর একের পর এক ভয়াবহ অভিযান পরিচালনা করেন।

এতে অসংখ্য ইহুদি হতাহত হয়।

এবং এরই মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে দেন, জিহাদ করতে হলে যে কোন ছোট অস্ত্রের মাধ্যমেই তা সম্ভব। এবং আবারও তরুণদের এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে ধাবিত হবার জন্য অনুপ্রাণিত করেন।

খিলাফাহ'র সৈনিকদের মাধ্যমে ইজরায়েলে ইহুদিদের ওপর ভয়াবহ হামলার কিছু ছবি ও ফুটেজ সহ ভিডিও আমরা এখানে প্রকাশ করছি,

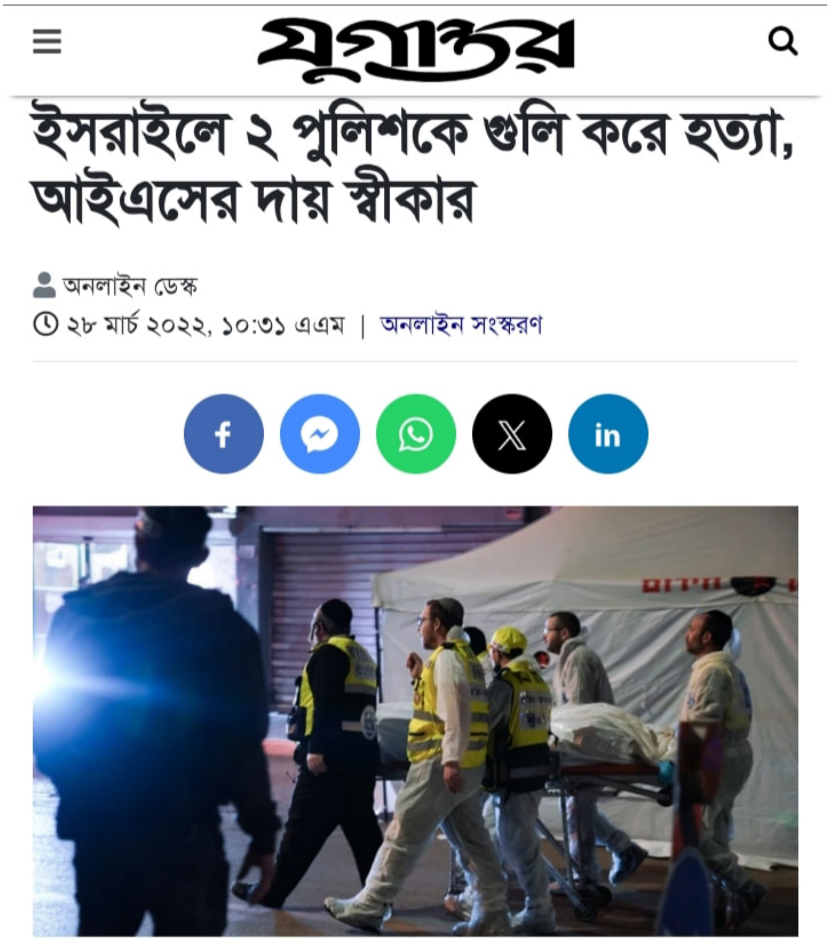
যুগান্তর

ইসরাইলে ২ পুলিশকে গুলি করে হত্যা, আইএসের দায় স্বীকার

অনলাইন ডেস্ক
২৮ মার্চ ২০২২, ১০:৩১ এএম | অনলাইন সংস্করণ

ইসরাইলে হাদেরা শহরে রোববার দুই আরব বন্দুকধারীর গুলিতে দেশটির দুই পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হয়েছেন।

এ ঘটনার পর হামলাকারী দুই আরব ইসরাইলিকেও গুলি করে হত্যা করেছে পুলিশ। খবর আলজাজিরার।

এদিকে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)

বাংলাদেশের ত্বাগূতি মিডিয়াগুলো থেকেও একই কথা বলা হয়।

ফিলিস্তিনে দাওলাতুল ইসলামের দুই সৈনিকের

'ইনগিমাসী' হামলার ফলে ইহুদী বাহিনীর দুই সদস্য নিহত এবং আরও ১০ জন আহত

আত-তামকীন মিডিয়া

দুইজন ইনগিমাসী 'আইমান আল-ইগবারীয়াহ' ও 'খালিদ আল-ইগবারীয়াহ' দাওলাতুল ইসলামের আমিরের প্রতি বাইয়াতের ঘোষণা দেন।

২৭/০৩/২০২২

ফিলিস্তিন - খুদাইরা - আমাক এজেন্সি: উত্তর ফিলিস্তিনে ইসলামিক স্টেট যোদ্ধাদের জোড়া ইনগিমাসী হামলায় ইহুদি পুলিশের অন্তত দুই সদস্য নিহত এবং আহত হয়েছে আরো অনেকে।

নিরাপত্তা সূত্রগুলো আমাক এজেন্সিকে জানায়, রবিবার সন্ধ্যায় ইসলামিক স্টেটের দুই যোদ্ধা উত্তর ফিলিস্তিনের 'খুদাইরা' শহরের হার্বার্ট স্যামুয়েল স্ট্রিটে পৌঁছাতে সক্ষম হন এবং ইহুদি পুলিশের একটি বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করেন। ফলে তাদের দুই সদস্য নিহত হয়।

সূত্রগুলো আরো জানায়, ইনগিমাসীদ্বয় 'আইমান এবং খালেদ ইগবারিয়া' ঘটনাস্থলে নিহত হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ সময় ইহুদি বাহিনীর সাথে সংঘর্ষ অব্যাহত রাখেন । ফলে তাদের প্রায় ১০ সদস্য বিভিন্ন মাত্রায় আহত হয়, যার মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা বেশ গুরুতর।

উল্লেখ্য, এই হামলার কয়েকদিন পূর্বে 'দক্ষিণ ফিলিস্তিনের' 'বিরুস্ সাবে' শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্রের কাছে আরেকটি হামলা পরিচালিত করেন ইনগিমাসী' মুহাম্মদ আবু আল-কিয়ান। এই হামলায় ৪ জন ইহুদি নিহত হয়, যার মধ্যে একজন ইহুদী পন্ডিতও ছিলো

এবং এই ভিডিওতে একের পর এক ইজরায়েলে আইএস হামলার নিউজ দেখানো হয়েছে,
https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i4tqwBSAtKWXgJfmSRM1ykX

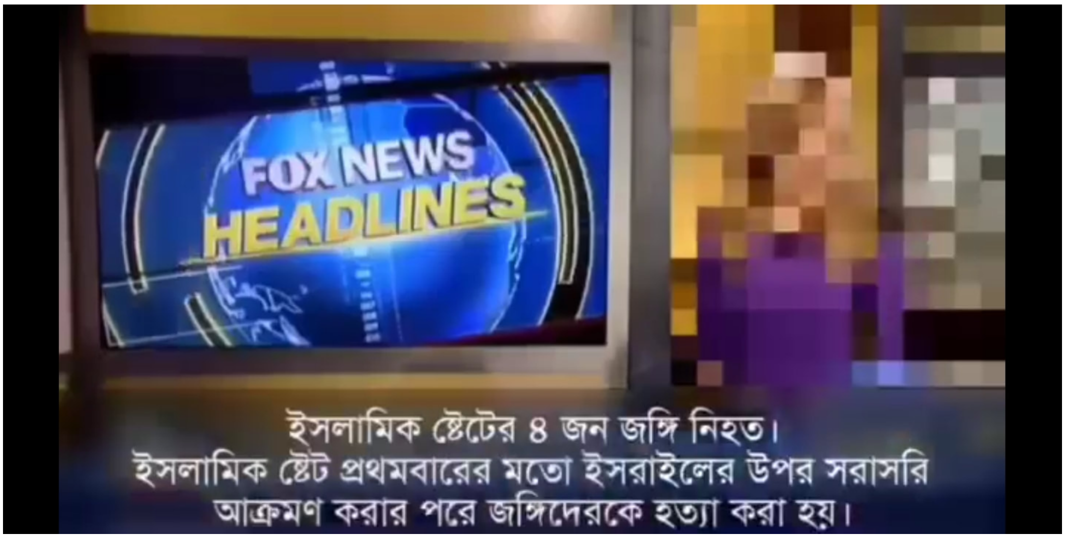

সর্বশেষ একটি ভিডিও, যেখানে খিলাফাহর সৈনিক কর্তৃক বিভিন্ন হামলার ফুটেজ দেখানো হয়েছে। অচিরেই ভবিষ্যতে এর চাইতে আরও ভয়াবহ হামলা হবে। বিযনিল্লাহ

https://mobidrive.com/sharelink/v/5TcbaaguqmRMK1n04a5y3i7Bt5PCKvioAQGWyppPlsCF

ইজরায়েলের বাহিরেও নিরাপদ নয় ইহুদিদের জীবন

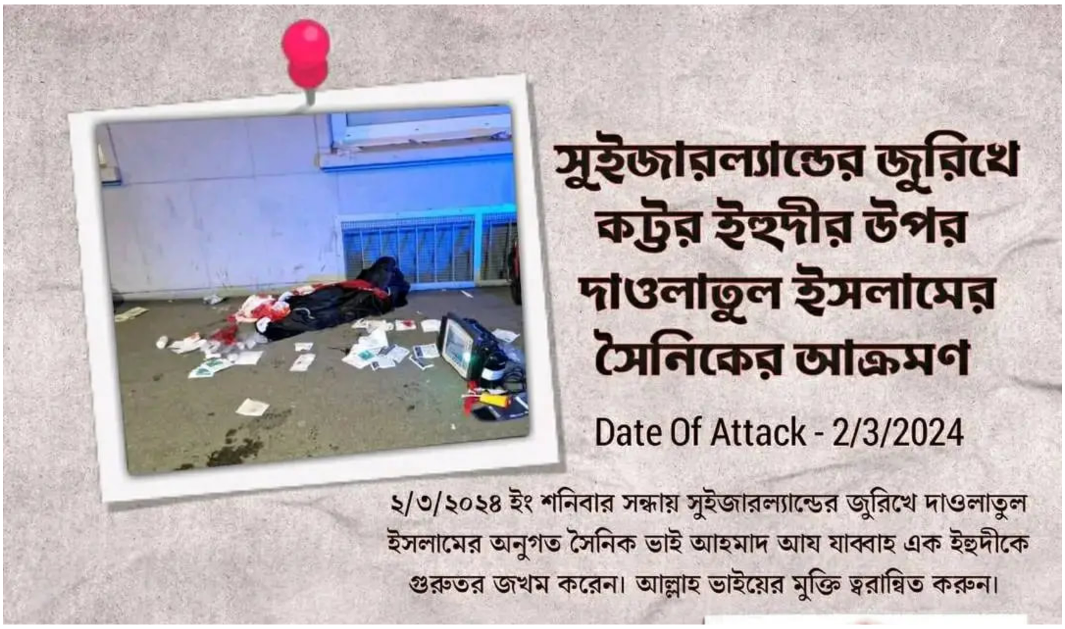

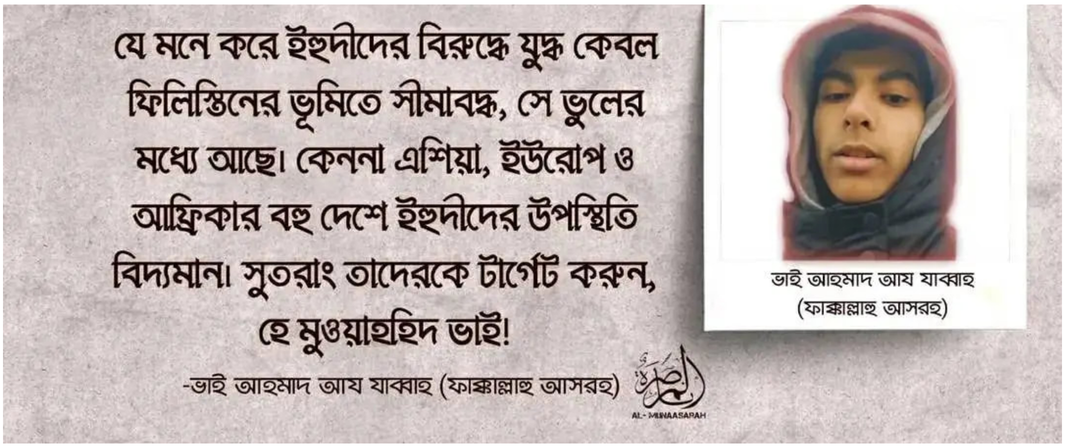

খিলাফাহ'র সৈন্যগণ ইজরায়েলে হামলার পাশাপাশি, এর বাহিরে অবস্থান করা ইহুদিদেরও শান্তিমত ঘুমাতে দিচ্ছেন না। পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহে যেখানেই ইহুদিদের তারা পাচ্ছেন, হত্যা করছেন। এর মূল কারণ, খলিফা (হাফিজাহুল্লাহ) ঘোষণা করে দিয়েছেন।

"ইহুদীদের যেখানেই পাওয়া যাবে, মুসলিমেরা যেন সেখানেই তাদের পাওনা তাদেরকে বুঝিয়ে দেন।" এবং প্রায় সময় খিলাফাহ থেকে এই নেক কাজটি করার জন্য আহ্বান করা হয়। এবং অনেক মুসলিম ভাই এতে সাড়া দেন।

যারা খিলাফাহ'র সারিতে যোগদান না করতে সক্ষম না হলেও, খিলাফাহ'র একজন মুজাহিদের মতই ইহুদি ও ক্রুসেডার জোটের নাগরিকদের ওপর হামলা করেন, মুসলিমদের রক্তের বদলা নেয়ার জন্য। খিলাফাহ এদেরকে খিলাফাহ'র সৈনিকই মনে করেন। আর উপরোক্ত ছবিটি অনেকগুলো ঘটনার মধ্যে উদাহরণস্বরুপ একটি ঘটনা। এমন অসংখ্য পশ্চিমা রাষ্ট্রে **লোন উলফ** হামলা করার ঘটনা রয়েছে। এছাড়া ফ্রান্স, বেলজিয়াম, রাশিয়া, ডেনমার্ক সহ বহু পশ্চিমা রাষ্ট্রে খিলাফাহ'র সৈনিকদের প্রতিশোধমূলক হামলাতে খৃষ্টানদের পাশাপাশি অনেক ইহুদিও হতাহত হয়। যার মাধ্যমে ব্যথিত হয়েছে ইজরায়েল ও তাদের বন্ধু ক্রুসেইডার আমেরিকা।

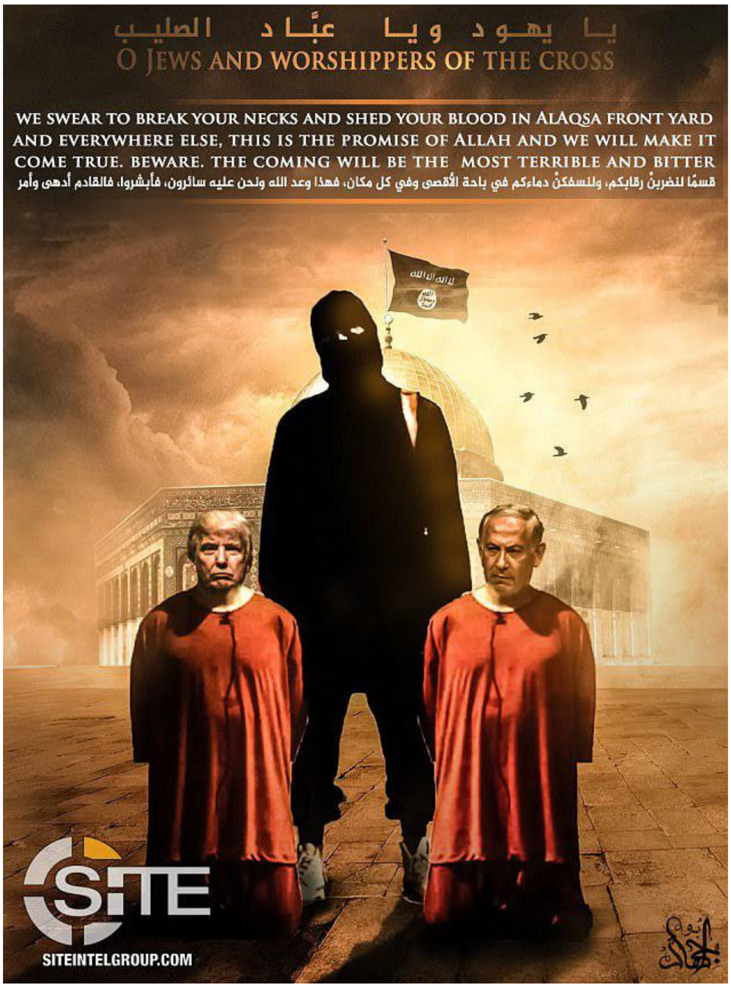

আমরা বাকি উদাহরণসমুহ আর দিচ্ছি না। কেননা, প্রতিনিয়ত বিভিন্ন পশ্চিমা রাষ্ট্রে লোন উলফ হামলা করছেন খিলাফাহ'র মুজাহিদিন ভাইয়েরা, এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করছেন। আর সব হামলা কখনোই এখানে লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়, কেবল কিছু উদাহরণ পেশ করেছি, যেন মুওয়াহহিদিন ভাইয়েরা কাফেরদের ষড়যন্ত্র ও মিথ্যাচারের স্বীকার না হন। আপনারা ইন্টারনেট হতে বাকি হামলাসমূহের ব্যাপারে সার্চ করে জেনে নিবেন ইনশাআল্লাহু তা'লা। এবং আশা করি,

"আইএস আজ অব্দি ইজরায়েলে হামলা করেনি"

এই কথাটি নিতান্তই মতলববাজদের একটি মিথ্যাচার, তা বুঝতে পেরেছেন।

এবং অচিরেই খিলাফাহ'র সৈনিকগণ ইজরায়েলের ইহুদি ও রাফিদাদের ভাই মুরতাদ হামাসের ওপর, তাদের হামলা প্রবল করবেন। ইনশাআল্লাহ!

এবং অন্যান্য উলায়াতের মত ফিলিস্তিনেও আল্লাহর শারিয়াহ প্রতিষ্ঠা করবেন।

বিযনিল্লাহ!

Songshoy Niroson
"সংশয় নিরসন"

সত্যের বার্তা পৌছে দেয়ার একটি প্রয়াস ☝